দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 4 NOV 2008

ঢাবিতে প্রথম বর্ষে ভর্তি

আবেদনকারীর ৯৬ শতাংশই ভর্তি হতে পারবে না, প্রতি আসনে লড়বে ২৩ পরীক্ষার্থী

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ অনার্স ভর্তি পরীক্ষার জন্য যারা আবেদন করেছে তাদের শতকরা প্রায় ৯৬ জনই এবার ভর্তি হতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ইউনিটে ৫ হাজার ৫৬০টি আসনের বিপরীতে ভর্তির জন্য ১ লাখ ২৭ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮টি বিভাগে ও ইন্সিটিটিউটে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবার রীতিমত যুদ্ধ চলবে। একটি আসনের জন্য লড়বে ২৩ শিক্ষার্থী। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে কোন আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। ফরম বিক্রি থেকে এবার বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করেছে ৩ কোটি ৮১ লাখ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১৯ অক্টোবর থেকে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ ও জমাদানের যে সময়সীমা দিয়েছিল সোমবার সে প্রক্রিয়া শেষে এই হিসেব মিলেছে।

'ক' ইউনিটের অধীনে বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ও ফার্মেসি অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'খ' ইউনিটের অধীনে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদ এবং 'গ' ইউনিটের অধীনে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগ পরিবর্তনের জন্য 'ঘ' ইউনিটের অধীনে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে বাণিজ্য অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। সবচেয়ে বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের। এ ইউনিটে মাত্র সাড়ে ৭শ আসনের বিপরীতে জিপিই'র ১২৩টি ফরম মিলিয়ে আবেদন করেছে ৪০ হাজার ৬০৯ জন। এরপরে বিক্রি হয়েছে বিজ্ঞান অনুষদের 'ক' ইউনিটের ফরম। এই ইউনিটে ১ হাজার ২৯৩টি আসনের বিপরীতে ৩২ হাজার ৪৫৪ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বাণিজ্য অনুষদের 'গ' ইউনিটের ৮৮০টি আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার ৮৬৫টি ফরম বিক্রি হয়েছে। ভর্তিযুদ্ধ কম হবে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

আবেদনকারীদের

(১৬শ পৃঃ পর)

'খ' ইউনিটে। এই ইউনিটে ২ হাজার ৬৩৭টি আসনের বিপরীতে মাত্র ২৮ হাজার ২৫৭ জন আবেদন করেছে। গড়ে প্রতি আসনের বিপরীতে ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত হবে মাত্র ১১ জন। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা ২১ নভেম্বর, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা ১ ডিসেম্বর ও বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আসন তালিকা প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রকাশ করা হবে।

প্রতিবারের মত এবারও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ও ফার্মেসি অনুষদ নিয়ে গঠিত ক ইউনিটের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এখানে ১ হাজার ২৯৩টি আসনের বিপরীতে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে ৩২ হাজার ৪৫৪ জনের। সে হিসেবে প্রতি আসনের জন্য ২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গ ইউনিটে ৮৮০টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা হয়েছে ২৫ হাজার ৮৬৫টি। এই ইউনিটে প্রতি আসনের জন্য লড়বে প্রায় ২৯ জন শিক্ষার্থী।

বিভাগ পরিবর্তনকারী ঘ ইউনিটে ভর্তি ইচ্ছুদের মধ্যে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। প্রতিটি আসনের জন্য এই ইউনিটের ৫৪ জন শিক্ষার্থী কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এই ইউনিটের আসন সংখ্যা ৭৫০টি। অন্যদিকে এখানে ভর্তির জন্য ৪০ হাজার ৬০৯ জন আবেদনপত্র কিনেছেন।

এবারও প্রত্যেক ইউনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে ১২০টি, যার মোট নম্বরও ১২০। পরীক্ষার সর্বনিম্ন ৪৮ নম্বরপ্রাপ্তরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। তবে মেধা তালিকা নির্ধারণ করা হবে ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার জিপিএকে ৬ দিয়ে এবং এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএকে ১০ দিয়ে গুণ দিয়ে ৮০ নম্বরের স্কোর নির্ধারণ করা হবে।

ক ইউনিটের পরীক্ষার জন্য পৌনে ২ ঘণ্টা সময় দেয়া হবে। অন্য তিনটি ইউনিটের জন্য সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। এবারো ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা হবে। এক্ষেত্রে এমসিকিউর পাঁচটি অপশনের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ এবং চারটি অপশনের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ নম্বর কাটা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, ক্লাস সংকট, হলের আবাসন সংকট, সেমিস্টার পদ্ধতির চাপসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে এবছর কোন আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। গত বছরের মতো চারটি ইউনিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।